দ্বীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা

অধ্যাপক গোলাম আযম

দ্বীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৫৪

৬ষ্ঠ প্রকাশ

রমজান	১৪২৬
আশ্বিন	১৪১২
অক্টোবর	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

DEEN ISLAMER PONOROTI GURATTOPURNA BISHAIR SHATIK DHARONA by Prof. Ghulam Azam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 7.00 Only.

www.amarboi.org

এই বই কেন লিখলাম ?

আমি একটি আলেম পরিবারে কড়া ধর্মীয় পরিবেশে গড়ে উঠেছি। এম. এ পরীক্ষা দেবার পর চার বছর তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে এ উপমহাদেশের বহু যোগ্য আলেমের নিকট থেকে ইসলামকে অত্যন্ত উন্নতমানের "ধর্ম" হিসাবেই জানতে পেরেছি।

মানব জীবনের বহু দিক রয়েছে—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি দিক। ধর্মীয় দিকও মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইসলাম তো শুধু ধর্ম নয়। ইসলাম একমাত্র পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে জীবনের সকল দিকের জন্যই বিধান দিয়েছে।

১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পর কুরআন, হাদীস ও বিপুল ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে ইসলামের পূর্ণাংগ রূপের নাগাল পাই। ফলে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ও সঠিক ধারণার পার্থক্য বুঝে আসে।

বিগত ৪৪ বছরে ইসলামী আন্দোলনে যে শিক্ষা পেয়েছি পূর্বের ভুল ধারণার সাথে এর তুলনামূলক আলোচনা করার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই এ পুস্তিকাটি রচনা করা কর্তব্য মনে করছি।

ইসলামের সঠিক জ্ঞান আল্লাহ পাকের সেরা নিয়ামত। এ মহানিয়ামতের সন্ধান সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় বাংলাভাষীদের খেদমতে পেশ করার উদ্দেশ্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আল্লাহ পাক সকলকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমীন !

—গোলাম আযম

রামাদান ১৪১৯
জানুয়ারী ১৯৯৯

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণ

আসল ইসলাম তা-ই যা আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ থেকে জানা যায়। মুসলিমদের মধ্যে যতদিন আসল ইসলাম চালু ছিল ততদিনই দুনিয়ায় তাদের নেতৃত্ব, প্রাধান্য ও মর্যাদা কায়েম ছিল। মুসলিম জাতি ক্ষমতাসীন থাকাকালে ধীরে ধীরে দুনিয়ার মোহে পড়ে আল্লাহর খলীফার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে থাকে। এ অধঃপতনের এক পর্যায়ে মুসলিম দেশগুলোর উপর কাফেরদের শাসন কায়েম হয়।

আমাদের দেশে ১৭৫৭ সালে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ১৯০ বছর শাসনকালে ইংরেজরা ইসলামী আইন ও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বদলে তাদের আইন ও শিক্ষা চালু করে। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ময়দান থেকে ইসলাম উৎখাত হয়ে যায়।

ইসলামী জীবন বিধান অন্য কোন বিধানের অধীনে টিকে থাকতে পারে না। ইসলাম ক্ষমতাসীন থাকলেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা চালু থাকতে পারে। তাই ইংরেজ শাসনামলে ইসলামের শুধু ধর্মীয় দিকটুকুই কোন রকমে বেঁচে ছিল।

আলেম সমাজ ইংরেজ আমলে বহু ত্যাগ স্বীকার করে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে মুসলিম জনগণের আর্থিক সাহায্যে মাদ্রাসা কায়েম করে কুরআন ও হাদীসকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাদের মহান খেদমতের ফলেই অন্ততঃ ধর্ম হিসাবে ইসলাম বেঁচে ছিল। তা না হলে ইসলামের কিছুই বাকী থাকতো না।

ইংরেজদের চালু করা শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষার কিছুই ছিল না। ফলে শিক্ষিত মুসলমানরা পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে রইল। মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে অল্প সংখ্যক লোক ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষাটুকু পেল। আর সাধারণ মানুষ কোন শিক্ষাই পেল না। অশিক্ষিত মুসলিম জনগণ মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক, ওয়ায়েয ও পীরগণের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেল।

www.amarboi.org

১৯৪৭ সালে ইংরেজের গোলামী যুগ শেষ হলেও গত ৫০ বছরে যারা দেশ শাসন করেছেন তারা ইংরেজদের আইন ও শিক্ষাই চালু রেখেছেন। বর্তমানে মানের দিক দিয়ে অনেক নিম্নমানের শাসনব্যবস্থাই চলছে।

ফলে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা থেকেও জনগণ বঞ্চিত। শিক্ষিত সমাজও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামের সঠিক জ্ঞান পাচ্ছে না। শুধু ধর্ম হিসাবে যতটুকু ধারণা ইসলাম সম্পর্কে সমাজে চালু আছে তা বড়ই সংকীর্ণ। সাধারণভাবে আল্লাহ তায়ালাকে শুধু উপাসনার দেবতা, রাসূল (সা)-কে শুধু ধর্ম নেতা, কুরআনকে শুধু ধর্মগ্রন্থ, ইসলামকে শুধু ধর্ম ও নামাযকে শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বানিয়ে রাখা হয়েছে।

শুধু ধর্মীয় কাজকে ইবাদত ও দ্বীনদারী মনে করা, দুনিয়ার যাবতীয় দায়িত্বকে দুনিয়াদারী বলে গণ্য করা, দুনিয়ার ঝামেলা বাদ দিয়ে শুধু ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে উন্নতমানের মুসলিম হিসাবে ভক্তি করাই প্রচলিত নিয়ম।

এসব বিষয়ে ভুল ধারণা ও কুরআন-হাদীস অনুযায়ী সঠিক ধারণার তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

---

www.amarboi.org

ইসলামের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তালিকা

ইসলাম মানব জীবনের সর্বদিকের জন্য পূর্ণাংগ বিধান। তাই এর বিষয়ের তালিকা বিরাট। এ কারণে সকল বিষয় এ পুস্তিকায় আলোচনা করা অসম্ভব।

যেসব বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং যে বিষয়গুলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এরই একটা তালিকা এখানে পেশ করা হলো। এ বিষয়গুলো সম্পর্কেই ভুল ধারণা ও সঠিক ধারণার তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি।

১. আল্লাহ তায়ালার সাথে মানুষের সম্পর্ক কী ?
২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মু'মিনের সম্পর্ক কী ?
৩. কালেমায়ে তাইয়্যেবার মর্মকথা (হাকীকত) কী ?
৪. কুরআন কোন্ ধরনের কিতাব বা গ্রন্থ ?
৫. হাদীস মানে কী ?
৬. দ্বীন ইসলাম কথাটির অর্থ কী ?
৭. ইবাদাত বলতে কী বুঝায় ?
৮. দ্বীনদারী ও দুনিয়াদারীতে পার্থক্য কী ?
৯. উন্নত মুসলিমের মান কী ?
১০. দ্বীনের প্রতি মু'মিনের দায়িত্ব কী ?
১১. তাওহীদের মানে কী ?
১২. নামায-রোযার হাকীকত কী ?
১৩. যাকাত কী ?
১৪. হজ্ব করতে হয় কেন ?
১৫. জিহাদ মানে কী ?

১. আল্লাহ তায়ালার সাথে মানুষের সম্পর্ক কী ?

ভুল ধারণা

আল্লাহ মানুষের উপাস্য, আর মানুষ তাঁর উপাসক। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অনুবাদ হলো "আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই।" যারা "আল্লাহ ছাড়া মাবূদ নেই" অর্থ করেন তারাও মাবূদ মানে উপাস্যই বুঝেন। মাবূদ মানে যার ইবাদাত করা হয়। এখানে ইবাদাত শব্দটিও উপাসনা অর্থেই বুঝা হয়।

www.amarboi.org

উপাসনা, আরাধনা, পূজা, ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা উপাস্য ও পূজ্যের সাথে শুধু ধর্মীয় বা রূহানী সম্পর্কই বুঝায়। এ অর্থেই আল্লাহকে ইলাহ মনে করা হয়। আল্লাহর সাথে শুধু উপাসনা বা পূজার সম্পর্ক হলে আল্লাহকে দেবতার আসনে রাখা হলো মাত্র।

বাস্তব জীবনে আয়-ব্যয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, আচার-বিচার, পারিবারিক জীবন, কোর্ট-কাচারি, রাজনীতি, দেশ শাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে আল্লাহর হুকুমের চেতনা ছাড়া শুধু নামায-রোযাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে পালন করা হলে আল্লাহকে শুধু উপাস্য বলে গণ্য করা হয়।

যারা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করে এবং ইসলামকে রাজনীতির বাইরে রাখে তারা আল্লাহকে 'উপাস্য' হিসাবে মেনেই নামায রোযা-হজ্ব-ওমরা করে। তারা আল্লাহর আইনের বিরোধী। তারা আল্লাহকে মসজিদে বন্দী রেখে পূজা করতে রাযী, কিন্তু মসজিদের বাইরে তার হুকুম যারা কায়েম করতে চায় তাদের চরম বিরোধী। তারা ইসলামকে ধর্ম হিসাবে মানতে রাযী। কিন্তু জীবন বিধান হিসাবে স্বীকার করতে রাযী নয়।

কুরআন-হাদীস অনুযায়ী সঠিক ধারণা

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কোন হুকুমকর্তা মনিব বা প্রভু নেই। আল্লাহই একমাত্র হুকুমের মালিক। আর যত হুকুমকর্তা রয়েছে তাদের হুকুম আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হলে তা অমান্য করতে হবে। কারণ আল্লাহর সাথে মানুষের এ সম্পর্কই ইসলামের শিক্ষা।

পিতা, স্বামী, উর্ধতন কর্মকর্তা, শাসক, সরকার ইত্যাদি যারা হুকুমদাতার আসনে রয়েছে তাদের হুকুম আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হলে মানা চলবে না। তাদের হুকুম আল্লাহর হুকুমের বিরোধী না হলে মানতে হবে—এটাই আল্লাহর হুকুম। আর বিরোধী হলে তা অমান্য করাই আল্লাহর হুকুম।

এ নিয়মে যদি সকল হুকুমকর্তার হুকুম পালন করা হয় তাহলে আসলে শুধু আল্লাহকেই হুকুমকর্তা মানা হয়। তাই আল্লাহই একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু। এ অর্থেই আল্লাহ একমাত্র ইলাহ। তিনি ছাড়া আর কোন সত্তার নিরংকুশভাবে যে কোন হুকুম করার অধিকার স্বীকার করা চলবে না।

আল্লাহর সাথে মানুষের সঠিক সম্পর্ক এটাই যে তাঁকে ইলাহ বলে স্বীকার করলে তাঁর হুকুমের বিরোধী সকল হুকুম মানতে অস্বীকার করতে হবে।

www.amarboi.org

জীবনের ভয়ে কারো হুকুম মানতে বাধ্য হলেও মনে-প্রাণে ঐ হুকুমের বিদ্রোহী থাকতে হবে। তা না হলে ঈমানই থাকবে না।

২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মু'মিনের সম্পর্ক কী ?

ভুল ধারণা

মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। তিনি ধর্মনেতা এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাঁকে নেতা মানতে হবে। বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূল (সা)-কে আদর্শ বা নেতা মানার ধারণা সমাজে প্রচলিত নয়।

সঠিক ধারণা

জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু, তেমনি সকল বিষয়েই মুহাম্মাদ (সা) একমাত্র আদর্শ নেতা। আল্লাহর হুকুম একমাত্র রাসূলের মাধ্যমেই আসে। সে হুকুম কিভাবে পালন করতে হবে তা বাস্তবে পালন করে দেখিয়ে দেবার দায়িত্বই রাসূল (সা) পালন করে গেছেন।

ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত সকল দিকের জন্য আল্লাহ পাক যে আইন-বিধান দিয়েছেন সে সবই রাসূল (সা) বাস্তবে পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই রাসূল (সা) জীবনের সকল ক্ষেত্রেই একমাত্র আদর্শ বা অনুকরণীয় নেতা।

স্বামী ও পিতা হিসাবে, প্রতিবেশী ও আত্মীয় হিসাবে, শাসক ও সেনাপতি হিসাবে, আইনদাতা ও বিচারক হিসাবে—অর্থাৎ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি আল্লাহর বিধানকে বাস্তবে পালন করে মানব জাতির জন্য আদর্শ রেখে গেছেন।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনৈতিক নেতারা রাসূল (সা)-কে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতা মানতে রাযী। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে তাঁকে আদর্শ মানতে প্রস্তুত নয়।

৩. কালেমায়ে তাইয়্যেবার মর্মকথা (হাকীকত) কী ?

ভুল ধারণা

কালেমায়ে তাইয়্যেবা এমন এক মন্ত্র যে, এ মন্ত্র জপলে বেহেশত অনিবার্য। কালিমার হাকীকাত সম্পর্কে অজ্ঞ লোককেও কালেমার যিক্‌রে মশগুল থাকতে

www.amarboi.org

দেখা যায়। কালিমা মানে কথা। কথা মানে শব্দের অর্থ। শব্দটা আসল কথা নয়। আগুন একটা শব্দ। এ শব্দের মধ্যে আগুন নেই। আগুন বলতে যে জিনিসটা বুঝায় তা-ই আগুন। শব্দটা আগুন নয়। তেমনি কালেমা তাইয়্যেবা দ্বারা যে অর্থ বুঝায় সেটাই আসল কালেমা। শব্দগুলো কালেমা নয়। ময়না বা টিয়া পাখিকে শেখালে কালেমা তাইয়্যেবা সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতে পারে। কিন্তু পাখি এর অর্থ ও মর্ম না বুঝার কারণে মু'মিন বলে গণ্য হবে না এবং বেহেশতেও যেতে পারবে না।

কালেমা মুখে উচ্চারণ করে এর মর্মকথা বুঝে অন্তরে বিশ্বাস না করলে ঈমানদার হওয়া যায় না। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর শাব্দিক অর্থ বলা হয় "আল্লাহ ছাড়া উপাস্য বা মাবূদ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।" কিন্তু এ শাব্দিক অর্থটুকু জানাই কি যথেষ্ট ? এ কথাটির যে মর্মকথা তা না বুঝলে কালেমা উচ্চারণকারীর জীবনে এর কোন প্রভাবই পড়বে না। কালেমার প্রচলিত ধারণায় এর মর্মকথা বা তাৎপর্য বা হাকীকত অনুপস্থিত।

সঠিক ধারণা

নবীগণ জনগণকে দাওয়াত দিয়েছেন এই বলে ঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ

"হে আমার দেশবাসী, এক আল্লাহর হুকুম মেনে চল, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন হুকুমকর্তা নেই।"

যে এ দাওয়াত কবুল করেছে সে ঘোষণা দিয়েছে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

"আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন হুকুমকর্তা মনিব নেই।"

যে নবী দাওয়াত দিলেন তার প্রতি ঈমান আনার কথা স্বীকার করেই কালেমায়ে তাইয়্যেবা পূর্ণতা লাভ করে।

যেমন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ"
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মূসা কালীমুল্লাহ"

www.amarboi.org

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রূহুল্লাহ"

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"

যে এ কালেমা ঘোষণা করল সে আসলে তার জীবনের জন্য এক বিরাট সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল। তার ঘোষণার মর্মকথা হলো ঃ

"আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সবসময় আল্লাহকে একমাত্র হুকুমকর্তা মনিব মেনে চলব এবং আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম মানব না। আর মুহাম্মাদ (সা)-কে একমাত্র আদর্শ নেতা মেনে আল্লাহর হুকুম যে নিয়মে বা যে তরীকায় তিনি পালন করেছেন সেভাবেই পালন করব এবং তাঁর তরীকা ছাড়া আর কারো তরীকা পালন করব না। এ সিদ্ধান্তটি কালেমার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে ওয়াদাও বটে।

আসলে কালেমায়ে তাইয়্যেবা হলো জীবনে চলার নীতি নির্ধারণী ঘোষণা (Life Policy Declaration) এবং এ নীতি অনুযায়ী চলার প্রকাশ্য ওয়াদা।

এ পলীসি অনুযায়ী জীবনে চলার যোগ্য হবার জন্যই ৫ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে। ২৪ ঘন্টার জীবন শুরু হবে ফযরের নামায দিয়ে এবং শেষ হবে ইশার নামায দিয়ে। মাঝখানে আরও তিনবার সব কাজ-কর্ম মুলতবী রেখে আল্লাহর দরবারে হাজীর হতে হবে। ২৪ ঘন্টার রুটীন নামায দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। অন্য কোন কাজের জন্য নামাযকে মুলতবী করা চলবে না। বরং নামাযের জন্যই কাজকে মুলতবী রাখতে হবে।

যতক্ষণ নামাযে থাকবে ততক্ষণ নামাযীর দেহের সব অংগ-প্রত্যংগ ও মন-মগজকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সা)-এর তরীকা মতো ব্যবহার করবে। নিজের খেয়াল-খুশী মতো নামাযে অন্য কিছু বলা ও করা যাবে না। এভাবেই নামাযে ঐ পলীসি অনুযায়ী চলার অভ্যাস করবে। যাতে নামাযের বাইরেও আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী দেহ ও মনকে ব্যবহার করার যোগ্যতা বাড়তে থাকে। এভাবেই নামাযকে জীবনে কায়েম করার হুকুম দেয়া হয়েছে। নামাযকে শুধু পড়তে বলা হয়নি—কায়েম করতে বলা হয়েছে।

৪. কুরআন কোন্ ধরনের কিতাব বা গ্রন্থ ?

ভুল ধারণা

কুরআন একটি ধর্মগ্রন্থ যা তিলাওয়াত করতে হবে সওয়াবের জন্য। কুরআন আল্লাহর কালাম। অতি শ্রদ্ধা-ভক্তির সাথে প্রতি অক্ষরে ১০টি নেকী পাওয়ার আশায় বেশী করে তিলাওয়াত করা উচিত।

www.amarboi.org

"কুরআন বুঝতে হবে"—এ মানসিকতা ও রেওয়ায সমাজে নেই। যারা আলেম তারাও সবাই মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালীন পাঠ্য হিসাবে যতটুকু তাফসীর পড়েছেন এর বেশী চর্চা করেন না। লোকেরা মাসলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করে বলে ফেকাহ্‌র কিতাব ঘাটেন। কিন্তু ছাত্র জীবন শেষ হলে অনেকেই আর তাফসীরও পড়েন না।

মাদ্রাসায় হাদীস পড়াবার উপর যতটা জোর দেয়া হয় সে তুলনায় তাফসীরের চর্চা খুবই কম। শিক্ষকদের মধ্যে অনেক মুহাদ্দিস আছেন, কিন্তু মুফাসসির খুবই কম। অথচ কুরআনেরই আসল ব্যাখ্যা হলো হাদীস। কুরআন বুঝবার জন্যই হাদীস পড়তে হবে।

গত কয়েক দশকে ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে কুরআন অধ্যয়নের চর্চার ফলে এ দশকে ওয়ায-মাহফিলের মতো তাফসীর মাহফিলের প্রচলনও বাড়ছে এবং মসজিদে মসজিদে দারসে কুরআনের রেওয়াযও চালু হচ্ছে।

সঠিক ধারণা

আল্লাহ পাক মানবজাতির পথপ্রদর্শক (هُدًى لِلنَّاس) হিসাবে কুরআন নাযিল করেছেন। সব রকম ভুল ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষকে নির্ভুল পথ দেখাবার জন্যই দয়াময় মাবূদ এ মহান কিতাব নাযিল করেছেন। শেষ নবীর ২৩ বছরের নবুওতী জীবনের সবটুকুই এ কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা। কুরআন না বুঝলে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা কিছুতেই লাভ করা সম্ভব নয়। তাই ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীকে রোজ তাফসীর পড়ার এত তাকীদ দেয়া হয়। কুরআনই সকল নির্ভুল জ্ঞানের উৎস। জ্ঞানের সাগরে যা আছে এর মধ্যে কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা এ কুরআনের কষ্টিপাথরেই যাচাই করে জানা যায়।

৫. হাদীস মানে কী ?

ভুল ধারণা

রাসূল (সা)-এর কথা ও কাজের বিবরণই হাদীস।

সঠিক ধারণা

ঐ ধারণাটুকু ভুল নয়। কিন্তু ঐটুকু যথেষ্ট নয়। রাসূলের (সা) কথা ও কাজ সবই অহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কুরআনের ভাব ও ভাষা সবটুকুই আল্লাহর

www.amarboi.org

কাছ থেকে অহীর মাধ্যমে রাসূলের কাছে পৌঁছেছে। হাদীসের ভাষা কুরআনের মতো জিবরাইল (আ) রাসূলকে তিলাওয়াত করে শুনাননি।

কিন্তু হাদীসও অহী। কুরআন সার্টিফিকেট দিয়েছে রাসূল নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলেননি। যাকিছু অহীর মাধ্যমে জানেন তা-ই তিনি বলেন।

তাই হাদীস হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের সরকারী ব্যাখ্যা। রাসূল (সা) নবুওয়তের ২৩টি বছরে যা বলেছেন ও করেছেন তা সবই কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা। রাসূলের জীবনের বিবরণই হাদীসে পাওয়া যায়।

রাসূল (সা)-এর জীবন থেকে আলাদা করে যদি শুধু কুরআন থেকে কেউ কুরআনকে বুঝতে চেষ্টা করে তাহলে সে নিশ্চিতভাবেই গুমরাহ হবে এবং ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা কিছুতেই পাবে না।

রাসূল (সা)-ই আসল কুরআন, বাস্তব কুরআন জীবন্ত কুরআন। আর রাসূলের জীবনের বিবরণই হাদীসে রয়েছে। তাই কুরআন ও হাদীস মিলেই ইসলাম।

৬. দ্বীন ইসলাম কথাটির অর্থ কী ?

ভুল ধারণা

দ্বীন ইসলাম মানে ইসলাম ধর্ম। প্রত্যেক ধর্মের লোকই যার যার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। মুসলমানরাও "ইসলাম ধর্ম"কে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বিশ্বাস করে।

কিন্তু ইসলাম কি শুধু ধর্ম ? ধর্ম দ্বারা পূজা-উপাসনার কতক অনুষ্ঠান বুঝায়। তাই ইসলাম ধর্ম বললে অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামও কতক অনুষ্ঠান সর্বস্ব বলে বুঝা যায়।

যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী তারা ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসাবেই স্বীকার করে, জীবন বিধান হিসাবে মানে না। তারা ইসলামের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিধানকে 'মৌলবাদী' মতাদর্শ মনে করে।

সঠিক ধারণা

দ্বীন শব্দের অর্থ ধর্ম নয়। এ অর্থ সম্পূর্ণ ভুল। দ্বীন মানে আনুগত্য। একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতেই ইসলামী জীবন বিধানকে আল্লাহ

www.amarboi.org

তায়ালা সন্তুষ্ট হয়ে দান করেছেন বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط -(المائدة : ٣)

'দ্বীন ইসলাম' কথাটির অনুবাদ ইসলামী জীবন বিধান (Islamic code of life)।

ইসলাম ছাড়া মানব জীবনের সকল দিকের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল পূর্ণাংগ কোন বিধান নেই। আর মানব রচিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক যত বিধান দুনিয়ায় ছিল বা আছে এ সবের কোনটাই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ق -(ال عمران : ١٩)

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র ইসলামই দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) হিসাবে স্বীকৃত।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯)

৭. ইবাদাত বলতে কী বুঝায় ?

ভুল ধারণা

নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাত, তসবীহ-তিলাওয়াত, যিকর-আযকার ইত্যাদি 'ধর্মীয়' কাজগুলোকেই ইবাদাত বলে ধারণা করা হয়। মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে যাকিছু করতে মানুষ বাধ্য সে সব কাজকে ইবাদাতের বাইরে মনে করা হয়।

সঠিক ধারণা

'ইবাদাত' শব্দটি 'আবদ' শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে। 'আবদ' মানে দাস বা গোলাম। দাসের কাজই হলো ইবাদাত। তাই ইবাদাত অর্থ দাসত্ব বা গোলামী। যার দাসত্ব করা হয় তিনি মাবূদ। মাবূদ শব্দটিও আবদ থেকেই তৈরী হয়েছে।

ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ হলেন মাবূদ বা হুকুমকর্তা প্রভু, তাঁর হুকুম পালন করাই ইবাদাত। তাঁর আদেশ ও নিষেধ সবই তার হুকুম। তিনি রমযান মাসে রোযা রাখার হুকুম করেছেন—তাই এ মাসে রোযা রাখা ইবাদাত। তিনি ঈদের দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তাই ঈদের দিনে রোযা ভাংগা ইবাদাত। যদি রোযা রাখাই ইবাদাত হতো তাহলে ঈদের দিনের রোযাও ইবাদাত গণ্য হতো।

www.amarboi.org

সুতরাং আল্লাহর হুকুম পালন করাই ইবাদাত। তিনি হালাল রোযী তালাশ করা, বিয়েশাদী করা, সন্তানদেরকে লালন পালন করার হুকুম দিয়েছেন। তাহলে এসব হুকুম পালন করা ইবাদাত হবে না কেন ? তিনি মানুষের মনগড়া আইন উৎখাত করে কুরআনের আইন জারী করার আদেশ দিয়েছেন। অসৎ লোকদের বদলে সৎলোকের নেতৃত্ব কায়েমের হুকুম করেছেন। তাহলে এসব রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন অবশ্যই বড় বড় ইবাদাত।

৮. দ্বীনদারী ও দুনিয়াদারীতে পার্থক্য কী ?

ভুল ধারণা

ধর্মীয় কাজ-কর্ম হলো দ্বীনদারী। আর অন্যান্য সব কিছুই দুনিয়াদারী।

সঠিক ধারণা

কালেমায়ে তাইয়্যেবায় ঘোষিত পলীসি অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মেনে যাকিছু করা হয় সবই দ্বীনদারী। একই কাজ আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা ছাড়া করা হলে তা দুনিয়াবী বলে গণ্য।

মু'মিনের জীবনে কোন কাজই দুনিয়াদারী বলে গণ্য হতে পারে না। কারণ মু'মিনের দায়িত্ব হলো সবকিছু আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করা।

লোক দেখানোর নিয়তে নামায আদায় করলে ও যাকাত দিলে, সুনামের উদ্দেশ্যে মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলে, আলহাজ্ব লেখার জন্য হজ্ব করলে এসব দ্বীনী কাজও আল্লাহর নিকট দুনিয়াদারী বলে সাব্যস্ত হবে।

অথচ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে পুরস্কারের আশায় দুনিয়ার যে কোন কাজ আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করলে তা অবশ্যই দ্বীনদারী বলে গণ্য হবে।

নবীগণ মানুষকে দুনিয়ার কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে বৈরাগী বানাবার জন্য আসেননি। দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে মানুষ যাকিছু করতে বাধ্য তা নিজেদের মনগড়া নিয়মে না করে আল্লাহর হুকুম ও নবীর শেখানো তরীকা অনুযায়ী করার জন্য শিক্ষা দিতে এসেছেন। অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ দুনিয়াদারীর কাজ-গুলোকে দ্বীনদারীতে পরিণত করার কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন।

www.amarboi.org

৯. উন্নত মুসলিমের মান কী ?

ভুল ধারণা

যে দুনিয়ার ধার ধারে না, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেই ব্যস্ত থাকে, সারা বছর রোযা রাখে, সারা রাত জেগে নফল ইবাদাত করে, জনগণের সাথে বেশী মেলামেশা করে না, সবসময় যিকর ও আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকে সেই সেরা মুসলমান। এ ধরনের মানুষকেই সাধারণত সূফী, বুজর্গ, অলী, দরবেশ ইত্যাদি উপাধি দেয়া হয়।

সঠিক ধারণা

রাসূল (সা) যাদেরকে সরাসরি দ্বীন ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহর পছন্দ মতো মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছেন সেই সাহাবায়ে কেরামই উন্নতমানের মুসলমানের শ্রেষ্ঠ নমুনা।

তিনজন পাদ্রী ইসলাম গ্রহণ করার পর মদীনার মসজিদে এসে জানতে পারলেন যে, রাসূল (সা) সারা বছর রোযা রাখেন না, সারা রাত জেগে থাকেন না এবং বিয়ে শাদীও করেছেন। তারা মনে করলেন যে, রাসূলের এ রকম কম কম ইবাদাত করলে চলতে পারে—কারণ তিনি রাসূল। তাদের একজন ঘোষণা করলেন যে, তিনি সারা বছর রোযা করবেন, আর একজন সারা রাত জেগে ইবাদাত করবার ঘোষণা দিলেন এবং তৃতীয়জন বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত জানালেন। যোশের কারণে তারা মসজিদে জোরে জোরে তাদের বক্তব্য পেশ করায় হুজরায় রাসূল (সা) কথাগুলো শুনে মসজিদে এসে অপরিচিত এ তিনজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরাই কি এসব কথা বলেছ ?" তারা বলেছেন বলে স্বীকার করলেন।

তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ

وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقٰكُمْ لَهُ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ۔

"আল্লাহর কসম ! তোমাদের মধ্যে আমিই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী। আমি (এক সময়) রোযা রাখি (আবার অন্য সময়) রোযা রাখি না, আমি (রাতের এক অংশ) নামাযে কাটাই (আবার বাকী সময়) ঘুমাই, আমি

www.amarboi.org

মহিলাদেরকে বিয়েও করেছি। যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরায় সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়।"

এ দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলের চেয়ে বেশী দ্বীনদারী ও ইবাদাত করার চিন্তা করা অন্যায়।

সব ধর্মেই বৈরাগ্যকে উন্নতমানের ধার্মিকতা মনে করা হয়। তাই তাদের ধর্ম নেতারা ঐ মানে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করে। ইসলাম ঐ জাতীয় ধর্ম নয়।

আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط-(الحجرت : ١٣)

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে সে-ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানের পাত্র।"–(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩)

শয়তানের রাজত্ব ধ্বংস করে পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের দায়িত্ব পালনে যে যতটা যোগ্য সে-ই তত উন্নতমানের মুসলিম। এ দায়িত্ব পালন করেই সাহাবায়ে কেরাম উন্নতমানের মুসলিমের নমুনা রেখে গেছেন।

১০. দ্বীনের প্রতি মু'মিনের দায়িত্ব কী ?

ভুল ধারণা

দ্বীনের প্রতি মু'মিনের দায়িত্ব হলো দ্বীনের প্রচার করা, মাদ্রাসা কায়েম করে দ্বীনের ইলম দান করার ব্যবস্থা করা, অন্য মানুষকে দ্বীনের পথে ডাকা ইত্যাদি।

সঠিক ধারণা

প্রচলিত ধারণা আংশিকভাবে সত্য। মসজিদ, মাদ্রাসা, ওয়াজ, তাবলীগ ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করা অবশ্যই মু'মিনের দায়িত্ব। আলেমগণ এ দায়িত্ব পালন করেন বলেই ইসলাম এখনও টিকে আছে।

কিন্তু দ্বীনের এ খেদমতটুকুই যথেষ্ট নয়। দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করা বা কায়েম করাই দ্বীনের প্রতি মু'মিনের আসল দায়িত্ব। শুধু খেদমতের দায়িত্ব পালন করলেই দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে না। অবশ্য এসব খেদমতে দ্বীন ইকামাতে দ্বীনের জন্য অত্যন্ত জরুরী ও সহায়ক।

www.amarboi.org

মাদ্রাসায় আলেম তৈরী হয়েছে বলেই ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্য এত রেডীমেড্ ওলামা যোগাড় করা সম্ভব হয়েছে।

আল্লাহ পাক রাসূল (সা)-কে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন বলে কুরআনে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। যারাই রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন তাঁরা এ কাজে রাসূল (সা)-এর সাথী ছিলেন। যারা নামায-রোযা করা সত্ত্বেও ওহুদের যুদ্ধে রওনা হবার পর রাসূলের সাথে যুদ্ধে শরীক না হয়ে ফিরে এসেছিল তাদেরকে মু'মিন বলে স্বীকার করা হয়নি। কুরআনে তাদেরকে মুনাফিক ঘোষণা করা হয়েছে।

এ দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় যে, ইসলামকে বিজয়ী করার সংগ্রাম ও আন্দোলনে শরীক হওয়া দ্বীনের প্রতি মু'মিনের প্রধান দায়িত্ব।

যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে রাসূল (সা)-কে পাঠানো হয়েছে, রাসূলের প্রতি ঈমানদারদেরও সে দায়িত্ব পালনে শরীক হওয়া জরুরী বলেই ওহুদের যুদ্ধের ঐ ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হলো।

১১. তাওহীদ মানে কী ?

ভুল ধারণা

তাওহীদ মানে আল্লাহ এক, তাঁর সাথে কেউ শরীক নেই। এটুকু অস্পষ্ট কথা ছাড়া তাওহীদের সঠিক অর্থ কম লোকই জানে।

সঠিক ধারণা

আল্লাহকে যারা স্বীকার করে না তারা কাফের। আর যারা আল্লাহকে স্বীকার করা সত্ত্বেও আল্লাহর সাথে অন্য কোন কিছুকে শরীক করে তারা হলো মুশরিক। সঠিক ঈমানের দাবীই হলো তাওহীদ। আর তাওহীদ মানে শিরকমুক্ত বা শিরক থেকে পাক ঈমান।

শিরক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অত্যন্ত জরুরী। শিরক না থাকাই তাওহীদ। তাওহীদ শিরকেরই বিপরীত। তাই তাওহীদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে শিরক সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হবে। যে ঈমানে শিরক নেই সে ঈমানই তাওহীদের উপর কায়েম আছে।

www.amarboi.org

তাওহীদ মানে আল্লাহ তাঁর যাত (সত্তা), সিফাত (গুণাবলী), হক (অধিকার) ও ইখতিয়ারে (ক্ষমতায়) একক। এ চারটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কেউ শরীক নেই।

যারা মুশরিক তারা আল্লাহর সাথে কিভাবে অন্যকে শরীক করে সে কথা না জানলে ধারণা স্পষ্ট হবে না। শিরক শব্দের অর্থ অংশীদারিত্ব। আল্লাহর সাথে চার রকমে অন্যকে শরীক করা হয়। তাই শিরক চার প্রকার ঃ

১. শির্‌ক বিয্‌যাত ঃ আল্লাহর সত্তার সাথে শরীক করা যেমন ঃ

কাউকে আল্লাহর পুত্র, কন্যা, স্ত্রী মনে করা। খৃষ্টানরা ঈসা (আ)-কে এবং ইয়াহুদীরা ওযায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে।

২. শির্‌ক বিস্‌সিফাত ঃ আল্লাহর গুণাবলীর সাথে শরীক করা ঃ

যেমন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েবী ইলমের অধিকারী, সকল দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত মনে করা ও সবকিছু দেখে ও শুনে বলে ধারণা করা। এসব গুণাবলী শুধু আল্লাহর রয়েছে।

৩. শিরক বিল হুকুক ঃ অধিকারের দিক দিয়ে অন্য সত্তাকে শরীক করা ঃ যেমন—

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা, আর কারো নামে পশু কুরবানী করা, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার জন্য বা রোগ-মুক্তির জন্য মাযারে দোয়া করা, অন্ধভাবে বিনাযুক্তিতে কারো আনুগত্য করা, কারো মহব্বতে আর সব মহব্বত কুরবান করা ইত্যাদি। এসব একমাত্র আল্লাহর হক বা অধিকার বা প্রাপ্য।

৪. শিরক বিল ইখতিয়ারাত ঃ আল্লাহর ক্ষমতায় অন্য কোন সত্তাকে শরীক করা ঃ

যেমন হালাল ও হারামের সীমা ঠিক করা, মানব জীবনের জন্য আইন-কানুন ও বিধি-বিধান রচনা করা (একমাত্র আল্লাহর দেয়া বিধানের অধীনে মানুষ আইন রচনা করার অধিকারী, আল্লাহর আইনের বিরোধী আইন রচনার কোন অধিকার নেই), অলৌকিক উপায়ে উপকার বা ক্ষতি করা, সন্তান দান করা, রোগ আরোগ্য করা, হায়াত ও মওতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ইত্যাদি। এসব ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। কেউ এ ক্ষমতায় অংশীদার নয়।

www.amarboi.org

এ চার রকম শিরক থেকে যার ঈমান মুক্ত সে-ই তাওহীদে বিশ্বাসী। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি শিরকের গুণাহ মাফ করবেন না। সুতরাং বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য শিরক থেকে পবিত্র থাকতে হবে।

১২. নামায-রোযার হাকীকত কী ?

ভুল ধারণা

নামায-রোযা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পালন করলে সওয়াব হবে। পালন না করলে গুনাহ হবে এবং এর কারণে আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। নামায-রোযার আসল উদ্দেশ্য কী, মানব জীবনে নামায-রোযার প্রভাব কী, বাস্তব জীবনে নামায-রোযার গুরুত্ব কী ইত্যাদি সম্পর্কে খুব কম লোকেরই সঠিক ধারণা আছে। তাই সমাজে নামায শুধু উপাসনা ও রোযা শুধু উপবাসের মর্যাদাই পায়।

সঠিক ধারণা

কালেমায়ে তাইয়্যেবার হাকীকতের আলোচনায় নামাযের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ "আমাকে মনে রাখার উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর।"–(সূরা তোয়াহা ঃ ১৪) দিনের মধ্যে পাঁচবার নামায আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেয়। এ চেতনা তাজা রাখে যে আমি আল্লাহর গোলাম। যা ইচ্ছা তা করা আমার সাজে না। اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ "নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।"–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪৫)

যে নামাযের উদ্দেশ্য বুঝে সচেতনভাবে নামায নিয়মিত জামায়াতে আদায় করে তাকে নামায অবশ্যই অশ্লীলতা ও আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে। যদি না রাখে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে ঐ নামায আদায় করছে না যে নামাযের কথা কুরআন বলছে।

রোযার উদ্দেশ্য হলো তাকওয়ার গুণ হাসিল করা। لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ "যাতে তোমরা তাকওয়া হাসিল করতে পার।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৩)। আল্লাহ নিজেই রোযার এ উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছেন। তাকওয়া ঐ গুণ যা মন্দ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আল্লাহ ও বিবেক যা পছন্দ করে না তা থেকে

www.amarboi.org

আত্মরক্ষার যোগ্যতাকেই তাকওয়া বলে। রোযা এ মহত গুণটি হাসিল করতে সাহায্য করে।

রোযা থাকা অবস্থায় আল্লাহর হুকুমে হালাল ও জায়েয পানাহার এবং যৌনাচার থেকে পর্যন্ত বিরত থাকতে হয়। হারাম ও না জায়েয কাজ রোযা রেখে করা আরও অসম্ভব। রোযা এভাবেই নাফসের উপর বিবেক শক্তির নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

মানুষের দেহ পশুর মতোই বস্তুসত্তা। এর নৈতিক চেতনা নেই। দেহের যাবতীয় দাবীকেই নাফস বলা হয়। সে সবসময়ই বস্তুর দিকে আকর্ষণবোধ করে। হালাল-হারামের বোধশক্তি তার নেই। তাই দেহ একেবারেই পশু। দেহ আসল মানুষ নয়। রূহ, বিবেক বা নৈতিক চেতনাই আসল মানুষ। এ আসল মানুষটি যদি দেহের গোলামী থেকে বেঁচে থাকে তবেই মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। তখন সে বিবেকের বিরুদ্ধে চলে না। বিবেক যেটাকে মন্দ বলে তা থেকে ফিরে থাকার এ যোগ্যতার নামই তাকওয়া। এ যোগ্যতা যার আছে সে-ই সত্যিকার সৎলোক। রোযা এমন সৎলোকই বানায়।

রোযার এ মহান উদ্দেশ্য না বুঝে শুধু যারা উপবাস থাকে তাদের মধ্যে এ গুণ সৃষ্টি হতে পারে না। তাই রোযার হাকীকত বুঝা ছাড়া উপবাস করা দ্বারা রোযার উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে না।

১৩. যাকাত কী ?

ভুল ধারণা

যাকাত হলো গরীবদেরকে ধনীদের মাল থেকে শতকরা আড়াই টাকা দান করা। যাকাত দেবার প্রচলিত নিয়ম থেকে মনে হয় যে, যাকাত ধনীর দয়ার দান। গরীবেরা ভিক্ষুকের মতো সে দান নেবার জন্য ধনীর দুয়ারে জমায়েত হয়।

যাকাতের কাপড় সংগ্রহ করার জন্য সমবেত গরীবদের ভীড়ের চাপে ঢাকা শহরেই কত গরীব মারা যায়। ইসলামী সরকার নেই বলেই এ প্রথা চালু আছে।

---

* মাওলানা মওদূদীর (র)-এর রচিত "নামায-রোযার হাকীকত" বইটিতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখুন।

www.amarboi.org

সঠিক ধারণা

রাসূল (সা)-এর সময় মদীনায় ইসলামী সরকার মযবুতভাবে কায়েম হবার পরই যাকাতের হুকুম নাযিল হয় এবং সরকারীভাবে যাকাত-ব্যবস্থা চালু হয়।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিই হলো যাকাত। যাকাত অভাবী লোকদের অধিকার বা হক। আল্লাহ ইসলামী সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ধনীদের মালে গরীবদের যে হক রয়েছে তা সংগ্রহ করে সমাজের অভাব দূর করতে হবে। উন্নত দেশে এ উদ্দেশ্যেই (Social Sicurity System) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু আছে।

যাকাত আদায় করা নামায-রোযার মতোই ফরয। এটা ধনীর দয়া নয়, গরীবের হক আদায়ের কর্তব্য। ভিক্ষুকের মতো অপমানজনক অবস্থায় ধনীদের দুয়ারে হাযির হয়ে যাকাত ভিক্ষা হিসাবে নেবার নিয়ম ইসলাম দেয়নি। ইসলামী সরকার অভাবীদেরকে হকদার হিসাবে সম্মানজনকভাবে যাকাত তাদের ঘরে পৌঁছাবে এ বিধানই ইসলাম দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যত সুন্দরই হোক সমাজে স্বাভাবিক কারণেই এক শ্রেণীর মানুষের অভাব থেকে যায়। ইসলামী সরকার সকল মুখে ভাত দেবার জন্য সকল হাতে কাজ দেবার ব্যবস্থা করার কুরআনী দায়িত্ব পালন করলেও কিছু লোকের অভাব থাকবে। পরিবারে রোযগারের লোক না থাকায়, অসুস্থ ও পংগুদের কাজ করতে অক্ষম হওয়ায়, বৃদ্ধ, বিধবা, এতীম ইত্যাদি অভাবগ্রস্ত মানুষের জন্যই যাকাত ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। কুরআনে সূরা তাওবার ৬০নং আয়াতে যাকাতের ৮টি খাত রয়েছে।*

ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েমের উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন পরিচালিত এর তহবিলে দান করা হলো কুরআন বর্ণিত ৮টি খাতের ৭নং খাত।

১৪. হজ্ব করতে হয় কেন ?

ভুল ধারণা

হজ্ব মুসলমানদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। হিন্দু ধর্মের লোকেরা যায় গয়া-কাশী, আর মুসলমানরা যায় মক্কা-মদীনায়। যারা হজ্বের উদ্দেশ্য বুঝে না তারা এভাবেই হয়তো বুঝে।

---

* মাওলানা মওদূদী (র)-এর "যাকাতের হাকীকত" বইটি পড়ুন।

www.amarboi.org

হজ্ব করার খরচ বহনের ক্ষমতা থাকলে হজ্ব করা ফরয। না করলে আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। তাই হজ্বের উদ্দেশ্য না বুঝেও অনেক লোক ফরয হিসাবে হজ্ব করেন। যারা হজ্ব করেন তারা অনেকেই নিজের নামের সাথে হাজী বা আলহাজ্ব শব্দ যোগ করেন। হজ্ব একটি ইবাদাত। নামাযী কোন লোকই নামের আগে নামাযী শব্দ যোগ করে না। তাহলে হাজী শব্দ কেন নামের অংশ হবে ? হজ্বের উদ্দেশ্য না বুঝার কারণেই এ প্রথা চালু হয়েছে।

সঠিক ধারণা

কালেমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্ব ইসলামের ৫টি ভিত্তি। যারা কালেমায়ে তাইয়্যেবাকে জীবনের পলীসি হিসাবে গ্রহণ করে তাদেরকে নামায ও রোযা কালেমার ওয়াদা অনুযায়ী বাস্তব জীবনে চলার যোগ্য বানায়। যারা ধনী তাদের জন্য নামায ও রোযাই যথেষ্ট নয়। তাদেরকে কালেমার ওয়াদা পালনের যোগ্য হবার জন্য যাকাত ও হজ্ব অত্যন্ত জরুরী।

ধনী লোকদেরই পাপ কাজ করার আর্থিক যোগ্যতা বেশী। টাকা-পয়সা ভোগের জীবনে টেনে নিয়ে যায়। হারাম পথে দুনিয়া ভোগ করতে ধনের প্রয়োজন। তাই ধনীর পাপে লিপ্ত হবার সুযোগ বেশী।

যাকাত ধনীকে শিক্ষা দেয় ঃ

১. ধনের আসল মালিক আল্লাহ। তাই হালাল পথে আয় করতে হবে এবং হালাল পথেই খরচ করতে হবে। কারণ যাকাত হালাল উপায়ে আয় থেকেই দিতে হয়।

২. আল্লাহর হুকুমে যাকাত দেবার পর যে মাল ধনীর হাতে থাকে তাও আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে খরচ করা চলবে না।

৩. সমাজের অভাবীদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে।

হজ্ব ধনীকে শিখায়

১. ধন বেশী আছে বলেই বিলাসিতায় মত্ত হয়ো না। ধন আছে বলেই ননীর পুতুল সেজনা। হজ্বের কষ্ট সহ্য করার যোগ্য হও।

২. যত বড় লোকই হয়ে থাক সেলাই বিহীন দু' টুকরা কাপড় পরে সকল পদবীর মুকুট ফেলে খালি মাথায় মক্কা, মিনা ও আরাফাতে আল্লাহর প্রেমিকদের সাথে একাকার হয়ে যাও।

www.amarboi.org

৩. ধনের ও মানের তুচ্ছ ভালবাসা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর প্রেমে কা'বা ঘর তাওয়াফ কর। তাওয়াফকারী কারো চেয়ে তুমি নিজকে বড় মনে করো না।

৪. আরাফার ময়দানে মহান মনিবের সামনে মাথা নত করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে ধনের অহংকার ত্যাগ কর। তুমি রাজা, বাদশা, শাসক বা বড় কর্তা হয়ে থাকলে একথা স্মরণ কর যে, এহরামের মতো দু' টুকরা কাপড়ে মোড়েই তোমাকে কবরে রাখা হবে। ধন ও ক্ষমতার জোরে যত পাপ করেছ তা থেকে মাফ চাও এবং আর পাপ না করার সিদ্ধান্ত নাও।

৫. হজ্বের পর গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার তৃপ্তি নিয়ে বাকী জীবন কালেমার ওয়াদা পালন করে চল।

১৫. জিহাদ মানে কী ?

ভুল ধারণা

জিহাদ মানে ধর্মের জন্য যুদ্ধ করা। মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে যুদ্ধ হলে এ যুদ্ধকে জিহাদ মনে করা হয়।

সঠিক ধারণা

'যুহ্‌দ' শব্দ থেকে জিহাদ শব্দ গঠিত। যুহ্‌দ অর্থ চেষ্টা করা। আর জিহাদ অর্থ বিরোধী শক্তির পরওয়া না করে চেষ্টা করতে থাকা এবং জান দিয়ে হলেও চেষ্টা জারী রাখা। কুরআনে যে জিহাদের কথা আছে তাতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' কথাটিও এক সাথেই রয়েছে। 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' মানে আল্লাহর পথে চেষ্টা করতে থাকা।*

রাসূল (সা) অহী নাযিল হবার পর থেকে ২৩ বছরের নবুওয়তী জীবনে যা করেছেন সবই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। তিনি মানুষকে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলার দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে যারা মানতে রাযী হয়েছেন তাদেরকে তিনি জামায়াতবদ্ধ করেছেন। তাদের মন-মগজ চরিত্রকে ইসলাম অনুযায়ী গড়ে তুলেছেন। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে বিজয়ী করার জন্য যে ইসলামী সরকার প্রয়োজন সে সরকার পরিচালনার জন্য ত্যাগী ও বিপ্লবী বাহিনী গঠন করেছেন।

মানুষের মনগড়া প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থের নেতাদের বিরোধিতা, যুল্‌ম

* মাওলানা মওদূদী (র)-এর "হজ্বের হাকীকত" ও "জিহাদের হাকীকত" বই পড়ুন।

www.amarboi.org

ও চরম নির্যাতন তিনি নিজেও সহ্য করেছেন, তাঁর সাহাবাগণকেও সহ্য করার প্রেরণা দিয়েছেন।

১৩ বছর সংগ্রামের মাধ্যমে গড়ে ওঠা ত্যাগী সাথীদেরকে নিয়ে মদীনায় রাসূল (সা) ইসলামী সরকার গঠন করলেন। এরপর পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলবার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান ক্রমে নাযিল হতে থাকল এবং সরকারী উদ্যোগে চালু হতে লাগল।

মক্কার ইসলাম বিরোধী কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করার জন্য বারবার আক্রমণ করল এবং মদীনার ইসলামী সরকার যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হলো।

ইসলামের দাওয়াত দেয়া থেকে শুরু করে যুদ্ধ করা পর্যন্ত যত কিছু করতে হয়েছে এ সবই জিহাদ। তবে যুদ্ধের জন্য কিতাল (একে অপরকে হত্যার চেষ্টা) শব্দ ব্যবহার করা হয়। তবে কিতাল বা যুদ্ধও জিহাদের একটি পর্যায়।

রাসূল (সা) এরশাদ করেন ঃ

اَلرَّهْبَنِيَّةُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

"আমার উম্মতের বৈরাগ্য হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"

শেষ কথা

ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভুল ধারণা ও সঠিক ধারণার তুলনা দ্বারা আসল ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা হলো। আলো ও অন্ধকারের তুলনা করা ছাড়া আলোর মর্যাদা স্পষ্ট হয় না। ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার পাশা-পাশি ইসলামের সঠিক ধারণা পেশ করে দিলাম যাতে পাঠক-পাঠিকাগণ সঠিকভাবে পার্থক্য বুঝতে পারেন।

যারা ইসলামের ধার ধারে না তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা মুসলিম হিসাবে গৌরববোধ করেন, ইসলামকে ভালবাসেন, নামায-রোযা করেন, তারাও যদি ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা না রাখেন তাহলে এর চেয়ে বেশী দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে ?

আল্লাহ পাক সকল মুসলিমকে ইসলামের উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান হাসিলের তাওফীক দান করুন এবং যারা জানেন তারা যেন যারা জানে না তাদেরকে জ্ঞান দান করার প্রেরণা দেন।

www.amarboi.org

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপনী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।